

ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুল ছেড়ে বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত

লালমনিরহাটে ৪ মাস ধরে খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচী বন্ধ

লালমনিরহাট থেকে জেলা সংবাদদাতা : জেলায় শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী প্রায় অনিচ্ছিত হয়ে পড়েছে। বিগত ৪ মাস ধরে এ কর্মসূচীর আওতায় ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিতরণের জন্য কোন গম বা চালের বরাদ্দ আসছে না। এমতাবস্থায় জেলার ৫টি থানার ১২টি ইউনিয়নের ১৭' ৬৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সুবিধাভোগী ৬২ হাজার ৬৭' ৯৮ জন ছাত্র-ছাত্রীর অধিকাংশের শিক্ষা অনিচ্ছিত হয়ে পড়েছে। পাশাপাশি এ সকল ছাত্র-ছাত্রীর পরিবারে খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছে।

বিগত ৪ মাস ধরে চাল বা গমের বরাদ্দ না আসায় সুবিধাভোগী ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকগণ হতাশ হয়ে তাদের ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠানো বন্ধ করে দিয়েছে। বই খাতা ফেলে অনেকেই বিভিন্ন পেশায় ঝুঁকে পড়েছে। বিদ্যালয়গুলোতে অস্বাভাবিকভাবে ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিত হ্রাস পাচ্ছে। দরিদ্র অভাবী ও স্বল্প আয়ের মানুষ শিক্ষাদানের চেয়ে নগদ অর্থ উপার্জনের প্রাধান্য দেয়। তাই শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী চালু হওয়ায় তারা তাদের ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাতে সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু গত জুলাই '৯৮ মাস থেকে এলাকায় পচণ্ড অভাবের সময় চাল/গম বরাদ্দ না পাওয়ার কারণে তাদের ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠানো বন্ধ করে

দিয়েছে। বিশেষ করে ছেলেদের ছোটখাট কাজে লাগিয়েছে সামান্য আয়ের বিনিময়ে। এদিকে জেলার বন্যায় ক্ষতিগস্ত এলাকার সুবিধাভোগী পরিবারগুলো এ কর্মসূচীর খাদ্য সহায়তা না পেয়ে মারাত্মক খাদ্য সংকটে পড়েছে।

জেলায় এ কর্মসূচীর আওতায় এক বছরে গমের বরাদ্দ ৫ হাজার ৮৭' ৬৮ মেট্রিক টন। এ বরাদ্দ প্রতিবছর জেলার খাদ্য চাহিদার কিছু অংশ পূরণ করে। বিশেষ করে অভাবী সুবিধাভোগীর অধিকাংশ পরিবার এ কর্মসূচীর ওপর নির্ভর করে।

এ ব্যাপারে জেলা ও থানা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে জানতে চাইলে তারা এর কারণ সম্পর্কে কিছুই জানেন না বলে জানান। কিন্তু প্রতিমাসের চাহিদা যথা নিয়মে প্রেরণ করা হচ্ছে। বরাদ্দ কবে আসবে কেউ তা বলতে পারে না।

একটি সূত্রে জানা গেছে, শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর গম/চাল বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি, শিক্ষক ও কতিপয় সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্তৃক অবাধ দুর্নীতি ও আত্মসাৎ রোধকল্পে সরকার সূচুভাবে খাদ্য বিতরণের চিন্তা-ভাবনা করছে। কিন্তু তা বাস্তবায়িত হচ্ছে না। এ কারণে ৪ মাস ধরে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী স্থগীত রয়েছে।